ওদের' দয়া আমাদের দায়

সুতনু ভট্টাচার্য

এক ছাপোষা মানুষের রোজনামচা

আমরা সরকারকে পুষি না সরকার আমাদের পোষে? মাঝে মধ্যেই গুলিয়ে যায় কোন্‌টা আসল --- আমাদের 'দায়', না 'ওদের দয়া'। নিতান্তই ছাপোষা মানুষ আমি। মোটামুটি একটা চাকরি, মাসান্তে বাঁধা মাইনে, ঠিক জায়গায় ধরাকরা করে পদোন্নতির চেষ্টা, ছেলেমেয়ের ইস্কুল - কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা, আর অবসর সময়ে মোবাইল ফোনের নতুন মডেলের গুণাগুণ আলোচনা অথবা পুজোয় বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা -- এই গন্ডির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে কোনওমতে এ ভবসংসার সমুদ্রে ভেসে আছি। বেশ বুঝি যে গাবাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। চারিদিকে নানা সব কান্ড ঘটছে। সেই বর্ধমানের করন্দায় গণহত্যা থেকে নানুর, ছোট আঙারিয়া, বানতলা, ধানতলা, ঘোকসাডাঙা, অথবা দুলাল বুল্টন সুবল, এমন সব ঘটনা। চা - বাগান, জুট মিল ত্রমাগত বন্ধই হচ্ছে। হাজারে হাজারে শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। মাঝে মধ্যেই বড় ভীত, অসহায় বোধ করি। চাকরি জীবনের শেষে পেনশন, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা পাবো তো? এক প্রাক্তন উপাচার্য জাল মার্কশিট প্রত্যয়িত করার অভিযোগে হাজতে পচছেন। ভয় হয়। শিক্ষক হিসাবে আমিও তো না হোক হাজার খানেক মার্কশিট প্রত্যয়িত করেছি, এমনকি বহু সময় অরিজিন্যাল মার্কশিট না দেখেই। এখন বুঝি ছাত্র - ছাত্রীকে শিক্ষক বিশ্বাস করবে এমনটা আজকাল চলে না। সিস্টেম মেনে চলতে হবে, ওখানে বিশ্বাস - অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। ফেলো অরিজিন্যাল, নিয়েযাও প্রত্যয়িত মার্কশিট। কিন্তু যাকে 'অরিজিন্যাল' হিসাবে দেখছি, সে যে জাল নয় সেটাই বা বুঝবো কী করে?
তাই বড়ই আতঙ্কে আছি। মেয়ে বড় হয়েছে। কাগজের খবরে দেখি ধর্ষণ - টর্ষণ আকছার ঘটছে। তাই বোধহয় আজকাল সিস্টেম হয়েছে মেয়েরা ধর্ষিতা হলে প্রথমেই বলে দেওয়া 'ওর চরিত্র খারাপ ছিল'। সেদিন 'দেশ' পত্রিকায় (২রা আগষ্ট) 'আমাদের লোক'সম্পর্কে জয় গোস্বামীর লেখা পড়লাম। ওঁর লেখা পড়ে আমি আমার মতো করে সারকথা যা বুঝেছি এবং যা স্থির করেছি তা হল ঠিক জায়গায় ধরা - করা করে আরও কিছু বাড়তি রোজগারের ধান্ধা করতে হবে। তা নয়তো, অর্থাভাবে বৌকে সরকারি হাসপাতালে পাঠালে সরকারধন্য সুপ্রতীক বসুরা হয়তো থাবড়া মেরে সন্ধ্যা মণ্ডলের মতো এক কান কালা আর মুখ বাঁকা করে ফেরত পাঠাবেন। এটাইসরকারি ট্রিটমেন্টের সিস্টেম। এক্ষেত্রে কিছু বলারও নেই। আমি কি পাগল,না আমাকে পাগল কুকুরে কামড়েছে যে কিছু বলবো? শেষে আদিকন্দ দলুইয়ের মতো কুকুর পোড়া হয়ে মরবো নাকি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মর্জি হলে নিন্দা করে বলবেন 'বর্বরোচিত'; মর্জি না হলে বলবেন 'অমনটা তো হয়েই থাকে।'
পোষ মেনে এই সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই আমার বড় দায়। প্রায় ট্রাপিজের খেলার মতোই গা বাঁচিয়ে, সামলে সুমলে চলতে হয়। আগে ওই দায় সামলাই। সরকার পোষার দায় নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়!

।। 'ওদের' দয়া ।।
ঈশ্বর মানি না, ভূত মানি না, কারণ ওঁদের দেখিনি। কিন্তু সরকারকে তো নিত্য দেখি -- হরে দরে নিদেন পক্ষে বাইশ বার এবং দস্তুর মতো ডরাই। সরকারের লম্বা লম্বা হাত - পাগুলো দেখিনি এমন কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। বিশেষত আজকাল সরকার মানে তো শুধুমাত্র থানা, পুলিশ, দারোগা, সরকারি কর্মচারী আর শিব ঠাকুরের আপনাদের আইনকানুন নয়। 'ওরা', মানে সরকার পক্ষের লোকেরাও আছে। সর্বভূতে বিরাজমানের মতো 'ওরা' আছেন গ্রামে - গঞ্জে পাড়ায় - পাড়ায়, শহরের সংগঠিত বা অসংগঠিত সবরকমের জীবিকা নির্বাহের কর্মক্ষেত্রে।ত 'ওরা' খোঁজ খবর রাখেন, নির্ধারণ করেন কে 'আমাদের লোক'। আর আমাদের দায় প্রতি পাঁচ বছরে ভোট দিয়ে 'ওদের দয়ার বেঁচে থাকা। ব্যাপারটা বুঝতে এই খবরটির দিকে তাকান। প্রমোদ বসুর ক্যাডার রক্ষী আজ সন্ত্রস্ত-- নাকাল হয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য, রিভলভার চালনায় অসামান্য দক্ষতা সম্পন্ন, সেই সময় বয়স ১৮-১৯, আজ পঞ্চাশোর্ধ উদয় চক্রবর্তী,' ৬৬ থেকে' ৭১-- এই ছ'বছর দলের নির্দেশে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের নিরাপত্তার দেখভাল করতেন। ১৯৭২ সালে, ২৩ বছর বয়েসে বেলেঘাটার মিত্রাবাগান বস্তিতে পুলিশের রাইফেলের গুলিতে আহত হন তিনি। দুটো গুলি লাগে বুকে, একটা ডান হাতের ওপরে। বিস্ময়করভাবে বেঁচে মিসায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৪ সালে জেল থেকে বেরিয়ে, রাজনীতি ছেড়ে 'ল্যামিনেশন কোর ফ্যাব্রিকেটর'নামে ছোট্ট এক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন রাজারহাটের ইন্দিরা নগরে। উদয়বাবুর কারখানায় ঝামেলা শুরু বছর দেড়েক আগে। দুই স্থানীয় নেতার (ডান ও বাম) দাবি মতো টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় গত এপ্রিল থেকে গোলমাল চরমে ওঠে। টানা এক মাস কারখানা বন্ধ ছিল। কারখানার মধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন উদয়বাবুর ছোট ছেলে। পার্টির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কিছু নেতার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আপাতত সামলেছেন। তবে ইতিমধ্যে উদয়বাবু এ রাজ্য ছেড়ে হিমাচল প্রদেশে নতুন কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। (সূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ শে জুলাই ২০০৪)
'ওদের' সংক্রমণে সমাজের প্রতিটি কোষ আজ বিপন্ন। সমাজ তাই হেরে গেছে। এক পক্ষের পরাজয়ের কলঙ্ক অন্য পক্ষের জয়ের তিলক। সেই তিলক কেটে ওরা সদম্ভে ঘোষণা করতে পারেন -- ট্যাফোঁ করো না, বাপী সেন করে দেব। আমরা চুপ করে শুনে যাই, চোখ বুজে পাশ কাটাই। আর দরকার মতো ওদেরকে

আবার ধরাধরি করি। পার্টি সম্পাদককে বলি, এখনও সময় আছে, সামলে নিন। না হয় ভোটে এক-দুবার হার মেনেই নিলেন। নয়তো এই ছাপোষা মানুষগুলোর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হিংসাত্মক আক্রোশে পান্তরিত হয়ে ফেটে পড়লে পারবেন তো সামাল দিতে? সেদিন আপনার এই 'পার্টির যারা' বা আমাদের ওই 'ওরা', রূপ

বদল করে, শালগ্রামশিলা ছুঁড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনাদেরই ওপরে। ইতিহাস তো তাই বলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের স্মৃতি এখনও মলিন হয়নি কমরেড।

।। 'আমাদের লোক' হয় কীসে ।।

আজকাল বিস্তর গবেষণা করছি। কী হলে কী হয়। যেমন সাত মণ ঘি পুড়লে রাধা নাচে। গাধা পিটোলে ঘোড়া হয়। কত শত কাক মরলে কী জানি একটা হয়। এমন সব নানা প্রবাদবাক্যের খোঁজ পেয়েছি। খোঁজ পাইনি কী হলে 'আমাদের লোক' হওয়া যায়। আসল কথা হল এতসব চোখ বোজার দায়, কানে তুলো গোঁজার দায়, গা - বাঁচিয়ে বেঁচে বর্তে থাকার দায় সামলাতে না পেরে স্থির করেছি ঐ 'আমাদের লোকে'দের মধ্যে ঢুকতেই হবে যে করে হোক। তাই খোঁজ করছি সিওর সাকসেস -এর মেড ইজি কিছু বাজারে আছে কিনা। নিশ্চয়ই আছে। চোখের সামনে দেখছি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উপদেষ্টা পার্টির টিকিটে প্রথমে উপাচার্য তারপর দিব্যি এম পি হয়ে হিল্লি-দিল্লি করছেন। '৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ইমারজেনসির হয়ে রেডিওতে সওয়াল করছেন এমন মানুষ আজ রাজ্যের সর্বোচ্চ শিক্ষক নেতা। উপাচার্য থেকে পিওন, ঝাড়ুদার, সবই তাঁর ইচ্ছায় নিয়োগ হয়। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি আজ ব্লু-আইড বয়। এদিকে ' ৭০ দশকের উদয়বাবুরা রাস্তায় লাউ গড়াগড়ি খাচ্ছেন। অতএব মেড ইজি নিশ্চয়ই আছে।

কিছুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় অনির্বাণ লিখেছিলেন, 'মধ্যমেধার মহাযজ্ঞ'। শুধু শিক্ষাক্ষেত্র নয়, সমাজের প্রতিটি কোষে 'ওরা'রাসা বেঁধে মধ্যমেধার মহাযজ্ঞ চালাচ্ছে। জনগণের পার্টি কি আর এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। তাই পার্টির মধ্যেও শু হয়ে গেছে এই মহাযজ্ঞ--- মার্কসবাদীরা ক্রমশ পেছনে চলে গেছেন, এসেছেন' আমাদের লোকেরা'। এখন চাকরি পাওয়ার মতো অনেক ধরাকরা করে, ভাল রেফারেন্স জোগাড় করে 'আমাদের লোক' হতে হয়, অলরেডি লাখ লোক শরণার্থী হয়ে পার্টি শিবিরে ঢুকে পড়ে 'আমাদের লোক' হয়ে গেছে। আরও কয়েক লাখ লোক লাইন দিয়েছে ঢুকবে বলে। আপনাকে খোঁজখবর করে জানতে হবে ঠিক কোথায় লাইন দিতে হবে। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হবে --- 'আমাদের লোক' নেওয়া হবে, সত্বর যোগাযোগ কন।' রেলের চাকরির মতো বাজারে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মও বিক্রি হবে। তখন কাজটা খানিক সহজ হবে।

আপনাকে কোনও না কোনও লোকাল কমিটি, বা ইউনিটে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আপনি ছাপোষা মানুষ উপরতলা, মানে যেখানে দেবতারা বিরাজ করেন, অতদূর আপনার রিচ্ নেই, পৌঁছতে পারেননি। সে হলে তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কোনও এক দেবতা হয়তো কোনও এক লোকাল কমিটি অথবা ব্রাঞ্চ ইউনিটকে আদেশ দিতেন -- এই লোকটাকে 'আমাদের লোক' করে নাও হে। আমি ওর শোধন, পাপস্খলন, সবকিছু করে ওকে মার্কসবাদী দিয়েছি।

অবশ্য শুধু লাইন দিয়ে অপেক্ষা করলেই যে হবে তা নয়। এতো আর লোকাল ট্রেনের টিকিট কাউন্টার নয়। আরও কিছু কসরৎ করতে হবে। সেই আপনার ট্রেনিং, সেই আপনার পরীক্ষা। এতকাল যে লাখো লাখো শরনার্থী পার্টি শিবিরে ঢুকে পড়ে 'আমাদের লোক' হয়ে গেছে তাদের মধ্যে যারা ভ্যানগার্ড, মানে অগ্রণী কর্মিৎকর্মা, তারা লোকাল কমিটি, ব্রাঞ্চ, ইউনিট, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ইত্যাদি পার্টির নানান কোষে এক একজন উপদেবতা হয়ে অধিষ্ঠিত অফিসার-ইন-চার্জ ফেলে দিয়ে নিজে অধিষ্ঠিত হবেন। দেখছেন না, কত উদীয়মান উপদেবতা উঠতে উঠতে হঠাৎ গোত্তা খেয়ে পড়ে গেছেন। এখন সাইড লাইনের ধারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন, কেউ ওঁকে খেলতে নিচ্ছে না।

অফিসে র‍্যাট রেসের কথা শুনেছেন। মধ্যমেধার মহাযজ্ঞে এ হল পার্টি রেস। অবশ্য পার্টি অভিধানে এর একটা ভাল নাম আছে, সেটাই ব্যবহার করবেন--- ইনার পার্টি স্টাগল। এই স্ট্রাগলে চলজলদি এ-পক্ষে থেকে ও-পক্ষে যখন যে পাওয়ারে, তার দলে ভিড়ে যেতে হয়। না হলে সেই সিপিআই - সিপিএম ভাঙ্গাভাঙ্গির সময়কার সেন্ট্রিস্টদের মতো অবস্থা হয়। পার্টি পুরাণে আছে সে কথা।

'আমাদের লোক' হতে গেলে আপনার কর্মক্ষেত্রে বা পাড়ায় যে সব উপদেবতারা আছেন, বাছাই করে তাঁদের একজনকে ধরে লেগে পড়ুন। ডার্ক হর্স ধরতে পারলে বড় বাজি জিতবেন। পার্টি রেস ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন, তবে ওর মধ্যে এখনই ঢুকবেন না। ভক্তদের দেওয়া ভোগ কে কতটা খেয়ে ফেলছেন সে নিয়ে উপদেবতাদের মধ্যে কাজিয়া লেগেই থাকে। সে সব আপনার ব্যাপার নয়। আপনি শুধু আপনার উপদেবতাটিকে তুষ্ট রাখুন। তিনিই আপনার নাম প্রোপোজ করবেন। অবশ্য এই করতে গিয়ে অন্য উপদেবতাদের মধ্যে চটিয়ে দিলে চলবে না। ওঁদেরকেও তুষ্ট রাখতে হবে। তা নয়ত উপদেবতাদের সভা আপনার নাম প্রোপোজর্ড হলে একজনও যদিবেঁকে বসেন, তাহলে আর এবার অফিসিয়ালি 'আমাদের লোক' হওয়া পর্যন্ত নিজেকে 'আমাদের লোক' বলে বায়োডেটার লিখবেন না। দেখছেন তো দিনকাল কেমন খারাপ। কখন যে কে আপনাকে ফাঁসিয়ে দেবে কে জানে।

।। অমর্ত্য সেন ও বাঘা ।।

'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' নাটকে বাঘা পুরো সিস্টেমটার নাগালের বাইরে তার অন্য এক অস্তিত্বের সন্ধানে চলে যায়। তাই তার দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, সরকার কাকে বলে সে জানে না। তার জগতে নেই 'ওরা', 'যারা', 'আমাদের লোকেরা'। দায়ে পড়ে সরকার পুষে আর সরকারের দয়ায় বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে দেশে দেশে বহু মানুষই আজ কম বেশি বাঘা হওয়ায় চেষ্টায় রত। ইতিবাচকভাবে না হলেও অন্তত নেতিবাচকভবাবে যতদূর সম্ভব সিস্টেমটার বাইরে থাকতে চান। একে বলা হয় অপটিং আউট।এমনটাই যদি বাড়াবাড়ি রকম হতে থাকে, সব মানুষই যদি বাঘা হয়ে যায় তাহলে ভারী মুশকিল। লোকেরা যদি ভোটই দিতে না যায় তাহলে গণতন্ত্র হয় কীভাবে, রাষ্ট্র ও তার নির্বাচিত সরকার হবে কী করে? তাই এবার আইন জারি হবে-- ভোট দিতে যাবেন না এমনটা চলবে না। ধণ ভোটে দাঁড়িয়েছে পাড়ার হাত - কাটা দেবু আর মুখপোড়া পাঁচু। সে হোক। ভোট দিয়ে একজনকে বেছে নিতেই হবে আপনাকে। অবশ্য যদি না ওরাই আপনার হয়ে ভোটটা দিয়ে দেয়। এই আপনার গণতান্ত্রিক অধিকারের দায়।

সরকার কাকে বলে এই তত্ত্ব কথায় আছে গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপ্‌ল, অফ দ্য পিপ্‌ল, ফর দ্য পিপ্‌ল, অফ দ্য পার্টি, ফর দ্য পার্টি। আমার ভোট দেওয়া নিমিত্ত মাত্র। বহুদলীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বড়ই খটকা লাগে। দারিদ্র্য, মানুষের স্বাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাশীল অমর্ত্য সেন কি ভারতীয় বাস্তবতা সম্বন্ধে খবারাখবর রাখেন না? তা নয়তো তাঁর বক্তৃতা থেকে নিশ্চয়ই হদিশ পেতাম বহুদলীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কী করে শিবু সোরেন, লালু প্রসাদ, রাবড়ি দেবী, সাহাবুদ্দিনরা বিরাজ করে, কী করে ভিখারি পাশোয়ান, মনীষা মুখোপাধ্যয়রা স্রেফ উবে যান, রাজাবাজার কলেজের কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় থেকে আর জি কর কলেজের সৌমিত্র বিশ্বাসের মতো ঘটনা ঘটে। আমলাশোলের অনাহারে মৃত্যুকে রাষ্ট্র বলে দিতে পারে রোগে ভুগে মৃত্যু, নানুরের গণহত্যাকে বলে দিতে পারে গ্রামবাসীরা ডাকাতদের পিটিয়ে মেরেছে, বলে দিতে পারে ধর্ষিতা নারী মানেই দুশ্চরিত্রা। অমর্ত্য সেনের জানা নেই বহুদলীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কীভাবে দুলাল - বুল্টন - সুবল- দিলীপেরা রাজত্ব করতে পারেন। তিনি ভুলে গেছেন যে যাঁর পৌরোহিত্যে তিনি কলকাতার নন্দনে গণতন্ত্রের পূজা করে গেলেন, সেই রাষ্ট্র নেতাই পুলিশকে বলেছিলেন যে অপরাধী, দুষ্কৃতিদের দেখামাত্র গুলি করে মেরে দাও,হিউমান রাইট্‌স-ফাইট্‌স পরে দেখা যাবে।

আসলে রাষ্ট্রের অধিকার আর মানুষের অধিকার গুলিয়ে গিয়ে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমলাশোলের মানুষগুলো তোবাঘাই ছিল। সরকার তাদের খোঁজ রাখত না, তারাও সরকার কাকে বলে জানতো না। জঙ্গলে গিয়ে পাতা কুড়িয়ে এনে জীবিকা নির্বাহের ক্ষুদ্র অধিকার নিয়েই বেঁচে ছিল ওরা। জঙ্গলে

জনযুদ্ধরা আস্তানা গেড়েছে -- এই সন্দেহে রাষ্ট্র এসে জঙ্গলকে ঘিরে রাখল, ওদেরজঙ্গলে ঢুকতে বারণ করে, পাতা কুড়িয়ে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিল। ওরা পট করে মরে গেল না খেতে পেয়ে। মানুষের অধিকার আর রাষ্ট্রের অধিকারের এই বিরোধের সমাধান কোথায়? এতকাল তো মানবাধিকার কমিশনের প্রয়োজন হয়নি। রাষ্ট্রকে সংযত করতে আজ মানবাধিকার কমিশন দরকার নেই?

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে বেজায় গোল বেঁধেছিল রাষ্ট্রের হাতে ফাঁসি দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত কি অনুচিত। বাণী বসু এ প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন -- রাষ্ট্র কিন্তু আপনাদের সদিচ্ছা এড়িয়ে, আইন আদালতের তোয়াক্কা না করে প্রচুর খুনখারাপি করেই থাকে। নকশাল, জনযুদ্ধ, পিপল্‌স ওয়ার, আলফা-বরো জঙ্গী, কাশ্মীরি জঙ্গি, এমনকি আদালতে তোলার আগেই অনেক বন্দীকে (অপরাধী/নিরপরাধী) হাজতেই পঞ্চত্ব পাইয়ে দেয়।

রাস্তাঘাটে, সরকারি হাসপাতালে, মায় খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এ বেড়াল-কুকুর ঘুরে বেড়ায়। ওদের ধরতে পারবেন না। কুকুরপ্রেমী, বেড়ালপ্রেমী, এমন সব নানান সংস্থা আছে। রে রে করে ছুটে আসবেন তাঁরা। প্রকৃতিপ্রেমী, গাছ সেবকরাও আছেন। কিন্তু মনুষ্যপ্রেমীরা কই গেলেন? যত্রতত্র সরকারি অনুমতি ছাড়াই গাছেরা বেড়ে উঠে ডালপালা মেললে অপরাধ হয় না। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে,গাছকাটা চলবে না। ওদের বড় জোর সরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসন দিতে পারেন। অন্য দিকে টালি নালা, বেলেঘাটা খালপাড় বা টালিগঞ্জের রেলবস্তির মানুষগুলোর বস্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়--- বলা যায় কীসের পূনর্বাসন; বিনা অনুমতিতে বাসা বেঁধে শহর নোংরা করছে ওরা।

বেশ বুঝে গেছি --- রাষ্ট্র নেই, আমি বাঘা, এমনটা সম্ভব নয়, জঙ্গলে গিয়ে বাস করলে হয় আমলাশোল নয়তো গোলাগুলি খেয়ে মরবো। নদীর ধারে বাস করলেও বিপদ। কোনদিন সরকার এসে উন্নয়নের নামে নদী সংযুক্তি ঘটিয়ে দেবে। তখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। গ্রামেগঞ্জে, শহরে তো সেই 'ওরা' মানে রাষ্ট্রসেবক 'আমাদের লোকেরা' আছেন। তার ওপর সরকারও বলে দিতে পারে ভেগে পড়ুন, আপনার জমি খাস হয়ে গেছে। এখানে এখন উপনগরী হবে, ছয় লেনের রাস্তা হবে, ফ্লাইওভার উড়বে, অথবা বেসরকারি বন্দর গড়া হবে। আমি তাহলে যাই কোথা।

।। মার্কসবাদীর দিব্যজ্ঞান ।।

আমার যে কী দায় ভেবে তার কূল কিনারা পাই না। অগত্যা ছুটি ছাটায় তারঝেরে বাবার থানে গিয়ে দম নিয়ে আসি। সে সুযোগ না থাকলে কাজকর্ম সেরে রাজ সভ্যতার মাপকাঠি মেনে অনুষঙ্গ সহযোগে সন্ধ্যাহিকে বসি। বাঘা হতে পারিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে'আমাদের লোক' হওয়ার ভুল চেষ্টায় বোধহয় মার্কসবাদী হয়ে গেছি। সন্ধ্যাহিকে বসলেই আজকাল দিব্যজ্ঞানে এঙ্গেলস সাহেবকে দেখি। দেখতে পাই উনি দাড়ি নেড়ে বলছেন --- রাষ্ট্র ব্যাপারটা অবিনশ্বর ও একমাত্র ব্যবস্থা নয়। সভ্যতার বিশেষ স্তরে, সমাজ যখন তার অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলির সমাধান করতে পারে না, তখন সরকার বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। সেই রাষ্ট্রই আবার সমাজেরই ঘাড়ে চেপে বসে। শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। নানান ভাল ভাল কথার আড়ালে রাষ্ট্রের এই রূপটাকে চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। যেদিন সমাজের অভ্যন্তরে এই সমাধানহীন বিরোধগুলির জন্মের সুযোগ আর থাকবে না, সেদিন রাষ্ট্র ব্যবস্থা আপনি উবে যাবে, বাতিলও করতে হবে না (অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড দ্য স্টেট)।

এই দিব্যজ্ঞানে এখন বেশ বুঝি যে পুরাকালের ডাইন, ওঝা, পরে গাঁয়ের মোড়ল, জমিদার, রাজা ও এখন পাঁচ বছরে ভোটে জেতা গণতন্ত্রের রাজারা আদতে সব একই। আমরা এখনও এমন সুসভ্য হইনি যে নিজেরাই ঠিক মতো মিলেমিশে থাকবো, একে অপরকে দেখবো। তাই আমাদের মাথার ওপর সরকার চাই। রাষ্ট্র আছে তাই সাদ্দাম আছে, বুশ আছে। ইউরোপীয়ান দেশগুলো হয়তো এক টুসভ্য হতে চেষ্টা করছে। তাই ওরা রাষ্ট্রকে ভেঙ্গেচুরে বৃহত্তর ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পেরেছে। আর আমরা এখানে রাজ্যগুলিকে ভেঙ্গে আরও ছোট ছোট রাজ্য তৈরি করছি।

মার্কিনীরা ইউরোপীয়ানদের মতো নয়। ওরা আপন শক্তিতে বিশ্বাসী। নিজেদের বাইরে সভ্যতার ধার ধারে না। দেখছেন না সাদ্দাম ১১ই সেপ্টেম্বর ঘটিয়েছে স্রেফ এই সন্দেহে কেমন ইরাকে মেসোপটেমিয়ার প্রচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি গুঁড়িয়ে দিল। নিজেদের ভালোমন্দের জ্ঞান ওদের প্রখর। তাই ওরা সরকার পোষে কুকুর পোষার মতো। আর হিসেব রাখে সরকার পুষতে খরচ কত হচ্ছে, বদলে সরকার আমার কী কী দেখভাল করছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাটির পরে অবশ্য একটা দাবি উঠেছে যে আরও শক্তিশালী কুকুর (থুড়ি, সরকার) পোষা দরকার যে আরও ভাল করে আমাদের রক্ষা করবে। তার জন্য না হয় একটু বাড়তি খরচই হল।

সরকার পোষার এই খরচটির হিসাব ওরা করে প্রতি বছরের 'ট্যাক্স ফ্রিডম ডে' বা আরও একটু বড় করে, অপ্রত্যক্ষ খরচগুলোওধরে নিয়ে, কস্ট অফ গভর্নমেন্ট ডে নির্ধারণ করে। বিভিন্ন হিসাবে ওদের দেশে এই দিনটা ২২শে জুন থেকে ১১ই জুলাইয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই অর্থ হচ্ছে বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে, ধরা যাক ১১ই জুলাই, এই ১৮৭ দিনের রোজগার একজন নাগরিককেদিয়ে দিতে হয় সরকার পোষার খরচ হিসাবে। ১১ই জুলাইয়ের পর থেকে সে যা রোজগার করে তা থাকে তার নিজের জন্য।

আমাদের দেশে এভাবে দেখাটাই পাপ। এখানে আমরা সরকারকে পুষি না, বরং সরকারই আমাদের পোষে। এই দিব্যজ্ঞানটি নাথাকলে ভারী গোল বাধে। মনে হতে থাকে, সরকারকে এত এত কর দিচ্ছি বদলে কী পাচ্ছি। মার্কিন দেশের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি আমাদের মাস্টারমশাইরা এখানেও পড়ান -- শেখান ট্যাক্স কেন দিতে হয়, কারণ বদলে 'পাব্লিক গুড' নামক বিভিন্ন পরিষেবা, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদির ব্যবস্থা সরকার করে। ওসব তত্ত্ব পরীক্ষায় পাশের পড়া হিসাবে শিখে নিতে হয়। বিশ্বাস করলে ঠকবেন।

আমার দিব্যজ্ঞান বলে, আমরা দিই বেঁচে থাকার ফাইন, মানে জরিমানা। ওটাকেই ট্যাকস বলে চালানো হয়, কারণ সভ্য দেশ তো। যেমন, আয়কর, বিক্রয়কর, উৎপাদন শুল্ক, প্রমোদকর, বিলাসকর, রোড ট্যাক্স, টোল ট্যাক্স--- সবগুলো মনেই পড়ছে না। এখন এসেছে এডুকেশন সেস্, পরিষেবা কর। এর ওপর আছে মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশন ট্যাক্স, জলের ট্যাক্স, পঞ্চায়েতের ট্যাক্স। সেদিন শুনলাম, সকালে পার্কে গিয়ে মর্নিংওয়াক করি সেই অপারাথে রোজ পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

এই ভাবে বুঝে নিলেই শান্তি। তা নয়ত বদলে কী পাই ভেবে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করবেন। দেখছেন না, সরকার তো বলেই দিয়েছে যে ওঁরা আর কিছুই দেবে না। ধীরে ধীরে সবকিছুরই বেসরকারীকরণ হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সবই। সবকিছুই রাজার দরে কিনতে হবে এটাই বাজার অর্থনীতির নিয়ম। সরকার অবশ্য সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করত জমিদারের মতো। এবার সেটা টের পাবেন পুজোয় যখন, গলায় গামছা দিয়ে 'খাজনা' আদায় হবে। জানি না রাজার অর্থনীতির সঙ্গে কমান্ডইকনমির এই হাঁসজা ব্যবস্থাটি কীভাবে কতদিন চলতে পারে!

তবুও যদি জানতে চান আপনার রোজগারের কতদিন চলে যাচ্ছে সরকারের পিছনে তাহলে বলি, আমাদের দেশে এই হিসাব করা সম্ভব নয়। তথ্যই নেই। আর আমার জানা এমন কোনও অর্থনীতিবিদও নেই যে জনতা ক্ষেপানো এই কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে জেলে পচতে রাজী আছেন। বরং সান্ত্বনা খুঁজতে মনে কন আপনার পিতামহ, প্রপিতামহ বা প্রপিতামহরা কী করতেন।গোষ্ঠীর ডাইন, ওঝা বা মোড়লকে কলাটা মুলোটা তো ফ্রিতেই দিতে হত। তারপর রাজা ও জমিদারকে দিতে হত খাজনা। আর ছিলজমিদারের খেতে - খামারে গিয়ে জমিদারের ইচ্ছামতো 'বেগার' দিচ্ছেন। সেটা মোট কতদিন সে ভেবে কী লাভ?

বাঘা হইনি, 'আমাদের লোক' ও হইনি। তবুও দ্রব্যগুণ আর দিব্যজ্ঞানে মার্কসবাদীদের সাথে সন্ধ্যা - আহিকের আড্ডাটা আজকাল দিব্যি কাটে। সব সমস্যার সমাধ

ান মিলে যায়। গোল বাধে সকালে। তখন না থাকে দ্রব্যগুণ, না থাকে দিব্যজ্ঞান। হাতে পড়ে খবরের কাগজে। দেখি, পরিবহন মন্ত্রী আমাদের বুঝিয়েছেন যে বাস চলে তেলে, জলে নয়। তাই তেলের দাম বাড়লে বাস ভাড়া বাড়াবই।হক্ কথা। এমন ধৃষ্টতা তো আমাদের নেই যে আমরা তাঁকে আমাদের হক কথাটাও বলি --- আমাদেরও বাড়িতে টাকার গাছ নেই যেনাড়লেই ঝুরঝুরিয়ে টাকা পড়বে। তাই চুপচাপই আছি, যা হচ্ছে হোক। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এবার। আমার বাজার অর্থনীতির জেরে তেলের দাম বেড়েছে। কমান্ড ইকনমির পরিবহনমন্ত্রী একটু আধটু দর কষাকষি করে বাস - ট্যাক্সির ভাড়া আবার বাড়াতেও রাজী একই যুক্তিতে। কিন্তু একদল বাস মালিক, বিশেষত ট্যাক্সিওলারা বলছেন যে তাঁরা আর ভাড়া বাড়ালে তাঁদের শিল্পটাই উঠে যেতে পারে। বরং সরকার তাঁদের ওপর যে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে, সেটা কমাক। তাহলে ভাড়া না বাড়িয়েও তাঁরা বাস-ট্যাক্সি চালাবেন। শুনে পরিবহনমন্ত্রী নাকি বেজায় আশ্চর্য হয়েছেন -- এরা বলে কী, তাহলে সরকার চলবে কী করে?
এবার ঠ্যালা সামলান। পরিবহনমন্ত্রী বরং অর্থনীতিবিদ্দের ডেকে একটা সালিশি বোর্ড বসান। একদিকে থাকবেন আপনি আর অন্যদিকে ঐ বাস - ট্যাক্সিওলারা। তবে সন্দেহ হয়, এ সমস্যার সমাধান অর্থনীতিবিদ্রাও করতে পারবেন কিনা। শেষমেশ আপনাদেরই ঠিক করে নিতে হবে কে চলবে, সরকার না বাস - ট্যাক্সি।

।। পুনশ্চ ।।
সেদিন সন্ধ্যাহিকের আড্ডায় এঙ্গলস সাহেব বেজায় চটেছিলেন। বহু কষ্টে শান্ত করেছি তাঁকে। বলেছ, বুঝলেন না স্যার, এখনকার বুর্জোয়াগুলো এতকাল শোষণ করে এমন গতর ভারী করছে যে একটা বিরোধীপক্ষ খাড়া করে সরকার চালাবার দায়িত্বটুকুও নিতেচায় না। অগত্যা, নিতান্তই নাচার হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটা টিকিয়ে র াখতে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে সরকার চালাতে হচ্ছে কমিউনিস্টদের। রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে এখন বাঁচিয়ে না রাখলে বিপ্লবের দিন আমরা ভাঙ্গবো কী? নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, এই খারাপ কাজে ওঁরা মার্কসবাদীদের মোটেই লাগাননি -- সব 'আমাদের লোক' তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদীদের সযত্নে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামের ঠাণ্ডা ঘরে আপনাদের লেখা বইগুলোর সাথে। বিপ্লবের দিন এলেই সবাই সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে আসবেন। শুনে বুড়ো চুপ করলো বটে, কিন্তু কী বুঝলো কে জানে। তেজী বুড়ো তো, বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন। শুনলাম যেন বলছেন, যাই, মার্কসকে গিয়ে বলি, আরেক ভল্যুম 'দ্যস কাপিটাল' লেখা দরকার। আড্ডাটা সেদিন আর জমালো না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com